ধৃতব্রত—এইসকল মহাগুণ তোমাতে বিদ্যমান আছে। অতএব, উরুক্রম-শ্রীভগবানের বিবিধ লীলা চিত্তের একাগ্রতার সহিত অখিল জীবের মায়াবন্ধন বিমোচনের জন্য তুমি নিরন্তর স্মরণ কর এবং বর্ণন কর ॥ ১১৬॥

অথো অতঃ। "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিত মিত্যাদ্যুক্তেঃ কারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণে নাথৈর্ণ্ডেব ভক্তির্লক্ষ্যতে। অন্তে চ—ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ, সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্। প্রখ্যাহি দুঃখৈ র্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং সংক্লেশনির্ব্বাণ মুশন্তি নান্যথা। ১১৭॥

বিদাং বিদুষাম্ ॥ ১—৫ ॥ শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ১১৬—১১৭ ॥

শ্লোকস্থ "অথ" শব্দের অর্থ—"অতএব"। অর্থাৎ "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত ভাব বর্জ্জিতং" এই কারণ উল্লেখ থাকার জন্য শ্রীহরিকথা বর্ণনই মানব-মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকে শ্রীহরির বিবিধ লীলা নিরন্তর অনুস্মরণের কথা উপদেশ করাতে অখণ্ডাভক্তি লক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনারদকৃত উপদেশের অন্তেও বলিয়াছেন—হে অপ্রতিহতজ্ঞান! অতএব, তুমিও শ্রীভগবানের সুবিমল যশ বর্ণন কর। যে ভগবদ্ যশ অনুভব করিতে পারিলে বিজ্ঞজনমাত্রের বস্তুতত্ত্ব জানিব বলিয়া যে বলবতী আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবতকথা রস আস্বাদন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ের জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, অথচ যতদিন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রসময় শ্রীভগবান্‌কে বিমল আস্বাদন করিতে পারা যায় না। শ্রীভগবতকথা কীর্ত্তন হইতে রাশি রাশি দুঃখে প্রপীড়িত মানবগণের সম্যক্ ক্লেশশান্তি ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন উপায়ে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনারদ ১।৫।৪০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১১৬।১১৭ ॥

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃ প্রদত্বেন সমাধা-বনুভূতবানিতি প্রথমসন্দর্ভে দর্শিতং, ভক্তিযোগেন মনসীত্যাদি প্রকরণে। তথৈব, কোলাভ ইতি প্রশ্নানন্তরং শ্রীভগবতৈব সম্মতং—ভগো ম ইত্যাদৌ লাভোমদ্ভক্তিরুত্তমঃ ইতি ॥ ১১৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ১১—১৯ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১১৮ ॥

শ্রীব্যাস ও শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য মহাপুরাণ প্রচারারম্ভে প্রেম-ভক্তি সমাধিতে ভক্তিকেই পরম মঙ্গলপ্রদরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ প্রথম-সন্দর্ভে (তত্ত্বসন্দর্ভে) "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে" ইত্যাদি